দৈনিক সংবাদ
তারিখ ... 2 4 JUL 1998 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬ ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই কনভেনশন '৯৮

এ কে এম মনোওয়ার উদ্দীন আহমদ

জুন ৬, ১৯৯৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত ৭৭ বছরের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন আয়োজিত এই মহাসমাবেশে প্রথমবারের মতো এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক পুরনো শিক্ষার্থীর ক্যাম্পাসে আগমন ঘটে। দেশের এই সর্বোচ্চ প্রাচীন, বনেদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি দেশে এবং বিদেশে যাদের নামে পরিচিত তাদের অনেকেই সেদিন এই ক্যাম্পাসে পদচারণ করে গেছেন। বেশ কিছুদিন ধরে চলছিল এর আয়োজন। এই সমাবেশকে সত্যিই এক তীর্থযাত্রায় পরিণত করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো ছাত্রছাত্রীবৃন্দ যারা এই দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এখনও অব্যাহতভাবে এক গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই কনভেনশনকে মর্যাদার শীর্ষে উন্নীত করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে দিনব্যাপী চলে এলামনাই এসোসিয়েশনের অনুষ্ঠানমালা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সকল ধর্ম, মত, চিন্তা, আদর্শ ইত্যাদির এক মহালালন কেন্দ্র। সেই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় সকল ধর্মের পবিত্র গ্রন্থের মহামানবতাবাদের বাণী পাঠের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এলামনাই এসোসিয়েশনের অনুষ্ঠানমালা। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান–সকল ধর্মাবলম্বী ও রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীবৃন্দ তাদের পুরনো বিদ্যাপীঠে সমবেত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। আমরা যারা ষাটের দশকের শেষের দিকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসেবে এসে পরবর্তী সময়ে এখানে শিক্ষক হিসেবে থেকে গেলাম তাদের জন্য এটি কল্পনারও বাইরে যে, আমাদের প্রবীণদের এই বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে কতখানি ভাবনা। বর্তমানে আমাদের যে সমস্ত সন্তানাদি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে তাদেরকে নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র–ছাত্রীদের একমাত্র ভাবনা। দিনব্যাপী আলোচনা, পর্যালোচনা ও স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে এলামনারা যে কথাটি বলতে চেয়েছেন, তাহলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমার এলমাম্যাটার এই বিদ্যাপীঠ সকলের শীর্ষে। এই প্রতিষ্ঠানটিকে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে গৌরবোজ্জ্বল অবদান রাখতে হবে। আমাদের সন্তানরা এখানে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে জ্ঞানচর্চা ও জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

স্বাগত ভাষণে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী আবুল মাল আবদুল মুহিত অত্যন্ত সংক্ষেপে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতির একটি বাস্তব চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। যথার্থ মূল্যায়নের জন্য তার মতামত নিম্নে হুবহু তুলে ধরছি ঃ

''আমাদের অনেকেই শিক্ষাঙ্গনের বর্তমান পরিবেশ নিয়ে বেশ চিন্তিত ও শঙ্কিত। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় নির্ভয়ে চলাফেরা করা যায় না, কখন না কোথায় গুলাগুলি বা ছিনতাই শুরু হয়। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বেড়েই চলছে। অথচ সেখানে আমাদের বলা হয় যে, সন্ত্রাসীদের সংখ্যা খুবই সীমিত। আবাসিক হলে এক ধরনের চর দখলের কালচার বিরাজমান, মেধা বা প্রয়োজনের তত দাম নেই। শিক্ষাঙ্গনে চাঁদাবাজি ও অস্ত্রবাজি সর্বজনবিদিত। মূলত সন্ত্রাসের কারণে সেসনজট এক নিদারুণ সমস্যা। চার বছরের শিক্ষাজীবন প্রলম্বিত হয়ে পাঁচ থেকে আট বছরে বিস্তৃত হয়ে, একজন ছাত্রের জীবন থেকে মূল্যবান সময় কেড়ে নেয় এবং অভিভাবকের উপর আর্থিক বোঝা চাপায়। আমরা জানি, এই দুরবস্থার জন্য দায়ী শিক্ষাঙ্গনে দলীয় রাজনীতির প্রাধান্য।''

সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ যে বক্তব্য দিয়েছেন তাও আমাদের সকলের জন্য প্রণিধানযোগ্য ঃ 'আমাদের শিক্ষালয়ের বর্তমান অনির্দেশক ভূমিকা যাকে অবলম্বন করে কেবল অস্ত্রের সন্ত্রাস নয় নানাবিধ অনাচার আজ পরিদিষ্ট হয় তার মুক্তির পথ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। আমাদের এলমাম্যাটার–এর এই পথপরিক্রমায় আমরা এলামনাই যথাযথ ভূমিকা পালনের সুযোগ পেলে গরিব মানুষের অর্থের ভর্তুকিতে শিক্ষার যে সুযোগ আমরা পেয়েছি সে ঋণের কিছুটা হলেও শোধ করতে আমরা ব্রতী হতে পারি।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই আহূত এই কনভেনশনের প্রথম পর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ, কে, আজাদ চৌধুরী এবং পরিশেষে সম্মেলনের প্রধান অতিথি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও ভাষণদান করেন। সম্মেলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিরস্থায়ী অবদানের একটি হচ্ছে দ্বিতীয় পর্বের স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান আর অন্যটি যাকে অবশ্যই সবার উপরে স্থান দিতে হবে তা হচ্ছে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সম্পাদিত ''চোখের দেখা, প্রাণের কথা'' শিরোনামে প্রকাশিত চারশ' পৃষ্ঠার একটি বই। এই গ্রন্থে রয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কীর্তির বয়ান। এখানে আছে আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে এলামনাদের অনেক ভাবনা। এলামনাই কনভেশনের দ্বিতীয় পর্বের স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে এলামনাবৃন্দ জনাব মুহিত ও অধ্যাপক মুজাফফর আহমদের শঙ্কার কথাই তুলে ধরেছেন। সকলেই শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান অবস্থার জন্য আমাদের জাতীয় রাজনীতি, ছাত্র রাজনীতি ও শিক্ষক রাজনীতিকে দায়ী করেছেন। এই উজ্জ্বল নক্ষত্রবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতির অবসান চেয়েছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়কে তারা এত ভালবাসেন যা আমাদের মতো ভেতরের যারা তাদের কল্পনাকেও হার মানিয়ে দেয়। ফেলে আসা দিনগুলোর কথা স্মরণ করে আমরা আবার আমাদের ভবিষ্যৎ রচনা করতে চাই। স্যার হার্টগ, সত্যেন বোস, রমেশ মজুমদার, স্যার এ, এফ, রহমান, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এদের কথা স্মরণ করে সকল এলামনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তির পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে চান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই কনভেনশন '৯৮ উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ, কে আজাদ চৌধুরীর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ

''ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান দুটি সমস্যা হলো সন্ত্রাস ও আর্থিক সীমাবদ্ধতা। গত দু'বছরে বিশ্ববিদ্যালয় মোটামুটি শান্তই ছিল; কিন্তু বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং তারই ফলে সহিংসতা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন–শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে জাতির প্রত্যাশা অনেক। তাই সবাই চায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বিক অবস্থার আরও উন্নতি ঘটুক।

এলামনাই কনভেনশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার ভাষণে আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার সময়কার ছাত্রজীবনে ছাত্র–শিক্ষকের মধুর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, সে আমলে ছাত্ররা ছিল সমাজে একটি সম্মানিত শ্রেণী। প্রধানমন্ত্রী বর্তমান অবস্থার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, এখন ছাত্রদের কথা শুনলে মানুষ বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করে। এমনকি আতংকে কেঁপে উঠে। অথচ এক সময় ছিল যখন ছাত্রদেরকে বড়চোখে বা সম্মানের চোখে সকলে দেখত।

কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, প্রধানমন্ত্রী এলামনাই সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে বর্তমান সরকারি দলের কোন ছাত্র সংগঠন নেই। তিনি জাতীয় সংসদে প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ছাত্র সংগঠন আছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, বর্তমান সরকারি দলের গঠনতন্ত্রে ছাত্র সংগঠনের কোন উল্লেখ নেই। সুতরাং সরকারি দলের ছাত্র–রাজনীতির সঙ্গে কোন সম্পর্ক বা এ সংক্রান্ত কোন দায়দায়িত্ব নেই। সরকারি দল বা বিরোধীদল তাদের দলীয় গঠনতন্ত্রে যাই থাকুক না কেন সমগ্র দেশবাসী আজ এটা ভাল করেই জানে যে, এই উভয় দলেরই নিজস্ব ছাত্র সংগঠন রয়েছে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের যেমন আছে অত্যন্ত শক্তিশালী ছাত্র সংগঠন, তেমনি আছে তাদের ছাত্র সংগঠনের অস্ত্রধারী ক্যাডার বাহিনী। তাই সরকারি বা বিরোধীদলের কেউই তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। বিরোধীদলকে যেমন তাদের ছাত্র সংগঠন গুটিয়ে ফেলতে হবে, ঠিক তেমনি সরকারি দলকেও একই কাজ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে সরকারিদলের উচিত উদ্যোগী ভূমিকা নেয়া। আমরা আশা করব যে, আমাদের এলামনাস প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বিচার করবেন। আজকের সরকারি ও বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব যদি কোন ভুল সিদ্ধান্ত দেন তার জন্য চরম খেসারত দিতে হবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে। তারা আমাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে যাবেন এটাই এলামনাই কনভেনশনের সবচেয়ে 'বড়' কামনা–লক্ষ প্রাণের কথা।

❑ ডঃ এ, কে, মনোওয়ার উদ্দীন আহমদ, অধ্যাপক অর্থনীতি বিভাগ।